সংবাদ

17 JUN 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মচারীদের বের করে প্রশাসনিক ভবনে তালা ছাত্রলীগের

জেলা বার্তা পরিবেশক রংপুর ও প্রতিনিধি, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্য কর্তৃক খারাপ ব্যবহার করার অভিযোগ এনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশাসনিক ভবন থেকে বের করে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। তবে ছাত্রলীগের এসব অভিযোগ সম্পূর্ন মিথ্যা বলে অভিহিত করে উপাচার্য অধ্যাপক নুর-উন নবী বলেছেন, তারা জোর করে তার বাসভবনে প্রবেশ করে তার সাথে অসৌজন্যমূলক আচরন করেছে। এ ঘটনা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে রাতের আঁধারে ছাত্রশিবিরের পোস্টার লাগানোর প্রতিবাদ এবং হলগুলোতে অতিরিক্ত আদায় বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে বৃহস্পতিবার দুপুরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে মাইক লাগিয়ে সমাবেশ করে। ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-সভাপতি আলী রাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি আরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মেহের মাহমুদ শাওনসহ অন্য নেতারা। ছাত্রলীগ নেতারা সমাবেশে অভিযোগ করে বলেন, কিভাবে রাতের বেলা ছাত্রশিবির প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনে সরকারবিরোধী বক্তব্য সংবলিত পোস্টার লাগায়। এর মাধ্যমে তারা ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করার চক্রান্ত করছে। তারা যেকোন মূল্যে তাদের **তালা : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩**

তালা : ছাত্রলীগের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রতিহত করার ঘোষণা দেয়। এছাড়াও ছাত্রলীগের নেতারা অভিযোগ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাদের পাত্তা দেয় না। তারা ছাত্রলীগকে ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চার এক বাচ্চা মনে করে। কিন্তু এখানে চাকরি করতে হলে ছাত্রলীগের কথা শুনতে হবে বলে তারা হুঁশিয়ারি প্রদান করে। সমাবেশ শেষে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রথমে প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে উপাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার পিএ জানান তিনি ভীষণ অসুস্থ তাই বাসায় আছেন। এরপর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা, ক্যাম্পাসে অবস্থিত উপাচার্যের বাসায় যায়। সেখানে তারা ঢুকতে চাইলে দারোয়ান বাধা দেয়। এরপর দেয়াল টপকে কয়েকজন ছাত্রলীগ কর্মী বাসার ভেতরে প্রবেশ করে গেট খুলে দেয়। এরপর নেতাকর্মীরা উপাচার্যের বাসভবনে প্রবেশ করলে উপাচার্য বের হয়ে এসে তাদের কাছে জানতে চান তারা কেন এসেছে? এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সঙ্গে তার বাকবিতণ্ডা হয়। এ সময় উপাচার্য তাদের বাসা থেকে চলে যেতে বলে। এরপর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে প্রশাসনিক ভবনে এসে মাইকযোগে ৫ মিনিটের মধ্যে সব কর্মকর্তা কর্মচারীদের বের হয়ে যাওয়ার আলটিমেটাম প্রদান করে অন্যথায় কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দেয় তারা। এ সময় তারা প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। এর মধ্যে বেশকিছু কর্মকর্তা কর্মচারী প্রশাসনিক ভবন থেকে বের হয়ে আসলেও নির্বাহী প্রকৌশলী জাহাঙ্গীর আলম তার অফিস কক্ষে আটকা পড়েন। পরে ছাত্রলীগের নেতারা ৩০ সেকেন্ড সময় দিয়ে তাকে বের হয়ে যেতে বলেন। পরে পুলিশি পাহারায় নির্বাহী প্রকৌশলী বের হয়ে উপাচার্যের বাসভবনের দিকে চলে যাওয়ার পর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা প্রশাসনিক ভবনের প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়।